



175748 - যদি পরবারে কর্তা ব্যক্তি কেরবানিকরতে নারাজ হন সক্ষেত্রে নারী কনিজিরে পক্ষ থেকে এবং পরবারে সবার পক্ষ থেকে কেরবানিকরতে পারবেন?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি পরবারে কর্তা ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া ঈদুল আযহাতে কেরবানিকরতে নারাজ হন সক্ষেত্রে তার স্ত্রী কি অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে কেরবানির পশু ক্রয় করিয়ে সে ব্যক্তির হাতে পরবারে সবার পক্ষ থেকে কেরবানিকরতে পারেন? এভাবে করলে কি আদায় হবে? আশা করি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

কেরবানিকরা এমন একটি ইবাদত যে ইবাদতের প্রতিশ্রুতি নর-নারী, বিবাহিত-অবিবাহিত নরবিশেষে সকলকে উদ্ভুদ্ধ করেছে। কেরবানি সংক্রান্ত দলিলগুলোর ব্যাপকতা সটোই প্রমাণ করছে। সে দলিলগুলোতে কাউকে খাস করা কিংবা কারো জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি।

সুতরাং কোন নারীর যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকে তার জন্য নিজের অর্থ দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে ও তার পরবারের পক্ষ থেকে কেরবানিকরা সুন্নত। বিশেষতঃ পরবারের কর্তা ব্যক্তি যদি ইসলামের এ নির্দেশটি পালনে অসম্মত হয়।

ইবনে হাযম (রহঃ) ‘আল-মুহাল্লা’ গ্রন্থে (৬/৩৭) বলেন:

“কেরবানির বধিান মুকীমের জন্যে যমেন মুসাফিরের জন্যেও তমেন; কোন পার্থক্য নাই। নারীর জন্যেও তমেন। যহেতু আল্লাহ বলছেন: “তোমরা ভাল কাজ কর”। [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৭] কেরবানিকরা ভাল কাজ। আমরা যাদের কথা উল্লেখ করলাম তারা প্রত্যেকে ভাল কাজের মুখাপেক্ষী ও সদেদিকে আহুত। এবং যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেরবানি সংক্রান্ত যে বাণীগুলো আমরা উল্লেখ করছি সেগুলোতে তিনি শহরবাসী থেকে গ্রামবাসীকে খাস করেননি; মুকীম থেকে মুসাফিরকে খাস করেননি; নারী থেকে পুরুষকে খাস করেননি। এ কারণে কাউকে খাস করা বাতিল ও নাজায়ে।” [সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]



‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ গ্রন্থে (৫/৮১) এসেছে:

“কোরবানি ওয়াজবি হওয়া কথিবা সুন্নত হওয়ার জন্য (ব্যক্তি) পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কোরবানি পুরুষদের উপর যমেন ওয়াজবি হয় তমেনি নারীদের উপরেও ওয়াজবি হয়। কারণ ওয়াজবি হওয়া কথিবা সুন্নত হওয়ার দলিল সকলকে অন্তর্ভুক্তকারী।”

অতএব, পরিবারে কর্তাব্যক্তি যদি ইসলামের এ নির্দেশন পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে সেক্ষেত্রে স্ত্রী নজি কথিবা অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তায় কোরবানি পশু কনো ও জবাই করার মাধ্যমে কোরবানি করতে পারেন। এটা তার স্বামীর জ্ঞাতসারে হোক কথিবা অজ্ঞাতসারে হোক; তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে হোক কথিবা অনুমতি ছাড়া হোক। কেননা কোরবানি করা সকলের জন্য সুন্নত। পরিবারে কর্তা যদি কোরবানি করতে অসম্মতি জানায়; তাহলে স্ত্রী সটো পালন করার অধিকার রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “হে লোক সকল! নিশ্চয় প্রত্যকে পরিবারের উপর প্রতি বছর কোরবানি রয়েছে...।” [মুসনাদে আহমাদ (১৭২১৬), সুনানে আবু দাউদ (২৭৮৮), আলবানি ‘সহিহু আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করেছেন]

খতীব আল-শারবনি (রহঃ) ‘আল-উদ্দা’ গ্রন্থকার থেকে তার উক্তি উদ্ধৃত করেন যে: “যদি পরিবারে সদস্য একাধিক হয় তাহলে সটো সুন্নত-কফিয়া (সমষ্টিগত সুন্নত)। পরিবারে একজন আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। নচেৎ এটি সুন্নত-আইন (ব্যক্তিগত সুন্নত)। [মুগনলি মুহতাজ (৬/১২৩)]

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।